আজকের কাগজ

৭

তারিখ 09 JUL 1996
পৃষ্ঠা ৬ কলাম

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবিক ও সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের একেক বিভাগ থেকে একেক রকম সার্টিফিকেট দেয়া হচ্ছে

আমানুর আমান ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯০-৯১ শিক্ষা বর্ষের ১৯৯৩ সালের সম্মান চূড়ান্ত পরীক্ষা (১৯৯৫তে অনুষ্ঠিত) মানবিক ও সামাজিক অনুষদের আওতায় ৫টি বিভাগে অংশগ্রহণকারী উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রিদেরকে একেক বিভাগ থেকে একেক রকমের সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে। জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন বিভাগে কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করা শিক্ষার্থিদেরকে ১৫০ মার্কসের ইসলামী শিক্ষা কোর্স সম্পন্ন যা কার্যক্রমের বহির্ভূত পড়তে হয়। অন্যদিকে একই অনুষদের বিভাগগুলোতে যেসব ছাত্রছাত্রী মাদ্রাসা থেকে পাস করে এসেছে তাদেরকেও একই নিয়মে ১শ' মার্কস ইংরেজি শিক্ষা কোর্স পড়ানো হয়; যা কোনোক্রমেই তিন বছরের সম্মান শিক্ষাক্রমের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। সুতরাং সম্মান চূড়ান্ত পরীক্ষার সার্টিফিকেটের সঙ্গেও উক্ত ঐচ্ছিক শিক্ষা কোর্সের কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়। যা একাডেমীক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ থেকে সম্মান ও ঐচ্ছিক বিষয়ের মিশ্রণ ঘটিয়ে সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে। লোকপ্রশাসন, অর্থনীতি বিভাগের প্রদানকৃত সার্টিফিকেটে ব্যাকগ্রাউন্ড কোর্স "ইসলামি শিক্ষা" লেখা থাকছে। অন্যদিকে বাংলাভাষা, ইংরেজি ও ইসলামের ইতিহাস বিভাগ থেকে প্রদানকৃত সার্টিফিকেটে উক্ত ব্যাকগ্রাউন্ড কোর্সের উল্লেখ নেই। বিষয়টি ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রিদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ উপাচার্যকে বিষয়টি অবহিত করার পরও কোনো ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না বলে সাধারণ ছাত্রছাত্রিদের সূত্রে জানা গেছে। বিষয়টি নিয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক বিভাগীয় সভাপতির সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে অন্যায় ও অযৌক্তিক এবং সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত লংঘন এবং ব্যাকগ্রাউন্ড নামক তথাকথিত কোর্সটির উল্লেখ করা একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। এটা নিছক উপাচার্যের তার অনুসারী বিভাগীয় সভাপতিদের মৌলবাদী হীনমন্যতার বহির্ভূত। এদিকে সাধারণ ছাত্রছাত্রিদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে ক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করেছে। তাঁরা মৌলবাদী উপাচার্যের এহেন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে শিগগিরই প্রতিরোধ গড়ে তুলবে বলে জানা গেছে।